রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ **“জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”**

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ১৫, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আইন শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ১০ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/ ২৮ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪০.০০.০০০০.০১৫.২২.০০১.২০-৭৮—নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার এতৎসঙ্গে সংযুক্ত ‘গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা’ অনুমোদন করেছেন। তা এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা হলো।

০২। ‘গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা’ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শাহানা জামান
উপসচিব।

গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা

১.০। প্রস্তাবনা

শোভন কর্মপরিবেশ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি একটি অন্যতম উপাদান। শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ বছর থেকে 'গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড' প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বঙ্গবন্ধু যেমন শ্রমিকবান্ধব ছিলেন, তেমনই শ্রমিকের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন তথা সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সুস্থতা রক্ষায় আজীবন কাজ করেছেন। শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণের বিষয়ে তাঁর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন, **"এই স্বাধীনতা তখনই আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলার কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।"** সেই মহতী লক্ষ্য ও অবদানকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মুজিববর্ষ থেকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করতে যাচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তির যুগে বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশবান্ধব নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা কর্মক্ষেত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শ্রমিকদের জন্য টেকসই কর্মপরিবেশ নিশ্চিত ও ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরিতে গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে । বস্তুত শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতপূর্বক সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ঘোষিত অ্যাওয়ার্ড প্রণোদনা হিসাবে সকল অংশীজনকে অনুপ্রাণিত করবে।

বিশ্বায়ন ও শিল্পসমৃদ্ধ অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্ব পরিবেশ প্রতিনিয়ত শিল্পায়নের ফলে দূষিত হচ্ছে। বিশ্ববাসীর প্রত্যাশা হলো তৃতীয় বিশ্বের কারখানাগুলো পরিবেশবান্ধব হিসেবে গড়ে উঠুক । সেইসাথে পরিবেশে খারাপ প্রভাব বিস্তার রোধ করে সবুজায়নের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখুক। দেশীয় শিল্পসমূহের স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। এ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষ শ্রমশক্তি, নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ। সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ে পরিবেশবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের আইন, পরিবেশগত উদ্যোগ ও বিনিয়োগ একান্ত আবশ্যক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ২০২০ সাল হতে প্রতি বছর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় **গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড** প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় টেকসই কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে বলা হয়েছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় **গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড** প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২.০। অ্যাওয়ার্ডের নাম:

অ্যাওয়ার্ডের নাম হবে গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড (Green Factory Award)

৩.০। অ্যাওয়ার্ডের খাত ও শ্রেণি:

গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড-এর জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন খাত (sector)-কে বিবেচনায় নেওয়া হবে। কোন কোন খাতকে অ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রচার করা হবে। বিভিন্ন খাতে সর্বমোট ৩০ (ত্রিশ) টি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। কোন খাতে কয়টি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে তা প্রাথমিকভাবে মূল্যায়ন কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে প্রস্তাব/সুপারিশ মন্ত্রণালয়ের কোর কমিটির নিকট পেশ করবে। কোর কমিটি চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে। একই খাতে ০৫ (পাঁচ)টির অধিক অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা যাবে না।

৪.০। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

পরিবেশবান্ধব করার ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব রেখেছে এমন শিল্প-কারখানাসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করার মাধ্যমে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিল্প-কারখানাসমূহ তাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা তথা তাদের অনুসৃত পরিবেশবান্ধব সিদ্ধান্তসমূহ অন্যান্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগের মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ তৈরির ক্ষেত্র বিস্তৃত করা এবং সরকারের নীতির বাস্তবায়ন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ প্রণীত হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

৪.১ শ্রমিকের জন্য টেকসই শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা ;

৪.২ দেশে বিদেশে **গ্রীন** ফ্যাক্টরি সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৪.৩ ইটিপি-এর যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে রোল মডেল তৈরি করা;

৪.৪ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিকতা নিয়ে ব্যবসা করার জন্য অন্যান্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুপ্রাণিত করা; এবং

৪.৫ কর্মীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং শিল্প-কারখানার উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫.০। অ্যাওয়ার্ডের ক্ষেত্রে বিবেচ্য:

নতুন তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহার করে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরত কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের একদিকে যেমন প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে তেমনি চ্যালেঞ্জও কম নয়। একইসঙ্গে পরিবেশবান্ধব নিরাপদ কর্মপরিবেশ গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড বিষয়ক স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা প্রণয়নও চ্যালেঞ্জিং কাজ। সকল প্রতিষ্ঠানই পরিবেশের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হলেও সবগুলো খাতকে পুরস্কারের আওতায় আনা সময়সাপেক্ষ। এসকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার, কারখানায় সূর্যের আলো ও সৌর বিদ্যুতের প্রবেশগম্যতা, কারখানা শ্রমিকদের জন্য গ্রহণযোগ্য দূরত্বে বাসস্থান, স্কুল, বাজার এবং বাসস্ট্যান্ড এর অবস্থান, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার সুবিধা, কারখানা প্রাঙ্গণে পর্যাপ্ত পরিমাণ খোলা জায়গার সংস্থান, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, অগ্নিদুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণপূর্বক বিবেচনা করতে হবে।

বাংলাদেশের ৪৩ টি থ্রাস্ট সেক্টর (প্রবৃদ্ধি খাত) রয়েছে যেখানে বিনিয়োগ এবং রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে কোনো কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে বিলিয়ন ডলার অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ ধরনের রপ্তানিমুখী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরও উত্তরোত্তর বাড়বে। এমতাবস্থায় সকল দিক বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে পুরস্কারের আওতা ও সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের কমিটি এ বিষয়ে সভা করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যৌক্তিকতা যাচাইয়ের মাধ্যমে অ্যাওয়ার্ডের সংখ্যা ও আওতা বাড়াতে-কমাতে পারে।

৬.০। অ্যাওয়ার্ডের প্রকৃতি ও পরিধি:

জমির ভৌগোলিক অবস্থান, পানি সাশ্রয়, প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার, পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রী, অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত অবস্থা, আধুনিক উদ্ভাবিত যন্ত্রের ব্যবহার, এলাকাভিত্তিক প্রাধান্য ইত্যাদি পর্যালোচনা করে কারখানাটি পরিবেশবান্ধব তথা গ্রীন ফ্যাক্টরি কি না তা নির্ধারণ করা হবে। কারখানা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্প খাতকে **গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড** প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হবে।

৭.০। অ্যাওয়ার্ড প্রক্রিয়ায় নির্ণায়কসমূহ

মূল্যায়ন কমিটি নিম্নোক্ত নির্ণায়কসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবছর সেক্টরভিত্তিক ১০০ নম্বরের চেকলিস্ট প্রণয়ন করবে (নমুনা পরিশিষ্ট-ক)। অ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত শ্রমমান সম্পর্কিত নির্ণায়কসমূহ বিবেচিত হবে:

৭.১ অপরিহার্য প্রতিপালন:

- পরিবেশ বান্ধব সামগ্রী ব্যবহার
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি
- জীবন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
- কর্মকক্ষে পর্যাপ্ত ও কার্যকর বায়ু চলাচল
- কর্মকক্ষে আলোকব্যবস্থা, সহনীয় শব্দমাত্রা এবং আরামদায়ক উষ্ণতা
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে তা ব্যবহার
- স্বল্প কার্বন নিঃসরণ
- রেজিস্টার্ড ডাক্তার ও নার্স
- কারখানা নির্মাণে নির্দিষ্ট পরিমাণ খোলা জায়গা রাখা
- অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা
- বৈদ্যুতিক ফিটিংস স্থাপন ছাড়াও অগ্নিদুর্ঘটনা এড়াতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহার
- নিয়মিত কর প্রদান
- নিয়িমত বিল পরিশোধ
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামব্যবস্থা
- সার্বিক নিরাপত্তা
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পেশাগত ব্যাধি সংক্রান্ত রেজিস্টার
- শ্রমিকদের বাসস্থান (চা সেক্টর);
- শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি নির্ণয় ও সুরক্ষা (খাদ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস)
- শ্রমিকদের বিনোদন ও তাদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা (চা সেক্টর)

৭.২ পরিবেশগত প্রতিপালন:

- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- ইটিপি ব্যবস্থাপনা
- ধুলো-বালি, ধোঁয়া বা দূষণ ব্যবস্থাপনা
- সুপেয় পানি
- শৌচাগার, প্রক্ষালনকক্ষ ও ধৌতকরণ সুবিধা
- শ্রমিকের সুরক্ষায় রাসায়নিক ও অন্যান্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
- বিদ্যুৎ, জ্বালানি, শক্তি ব্যবহারে দক্ষতা
- জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন
- শব্দ, বায়ু, তাপ ও পানি সম্পর্কিত দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা

৭.৩ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন:

- ট্রেড ইউনিয়ন/ অংশগ্রহণকারী কমিটি
- দুর্ঘটনার রেজিস্টার সংরক্ষণ
- ক্ষতিপূরণ
- সেফটি কমিটি
- লভ্যাংশ কেন্দ্রীয় তহবিল/ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে জমাকরণ (শ্রম আইন অনুযায়ী)
- নারী ক্ষমতায়ন
- সামাজিক নিরাপত্তা বিধান
- কর্মীদের জন্য কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব
- মহিলা কর্মীদের জন্য মাতৃত্বকালীন সুবিধা
- শিশুকক্ষ, মাতৃদুগ্ধ পানের কক্ষ / শিশু সদন (চা সেক্টর)
- ক্যান্টিন/ খাবার কক্ষ
- কর্মে নিয়োগসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধাদি
- কর্ম ঘণ্টা, ওভারটাইম, ছুটি , নিম্নতম মজুরি, বেতন যথাসময়ে প্রদান
- দেশীয় অর্থনীতিতে অবদান
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন

৭.৪ উদ্ভাবনী কার্যক্রম:

- নতুন কর্মসংস্থান
- শ্রম দক্ষতার উন্নয়ন
- কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা
- নিরাপদ ও দীর্ঘ কর্মজীবন (OSH সংক্রান্ত)
- শ্রমিকদের চিত্ত বিনোদন

৮। অ্যাওয়ার্ড প্রদানের ব্যয় নির্বাহ:

অ্যাওয়ার্ড প্রদান কার্যক্রমের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বরাদ্দ নির্ধারিত থাকবে। এ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান করবে।

৯। বাস্তবায়ন সময়সূচি:

অ্যাওয়ার্ড প্রদানের ক্ষেত্রে কোন শিল্প সেক্টরের সকল কর্মকাণ্ড (অ্যাওয়ার্ড প্রদানের নির্ণায়কসমূহ) ক্যালেন্ডার বছরের (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) কর্মকাণ্ড বিবেচনায় নেওয়া হবে। গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড প্রদানের সকল প্রক্রিয়া ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

১০। অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনয়ন ও যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া:

নিম্নে বর্ণিত ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় মনোনয়ন আহবান ও যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে:

- নির্ণায়কসমূহের আলোকে বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত মনোনয়ন ফরম তৈরি;
- বিভিন্ন খাত থেকে মনোনয়নের জন্য আহবান জানিয়ে প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক/সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার;
- সরাসরি/ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত মনোনয়ন ফর্ম এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ;
- গৃহীত আবেদনসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা (short list) প্রণয়ন;
- প্রাথমিকভাবে তালিকাভুক্ত সকল কারখানা তদন্ত/পরিদর্শনের জন্য নির্বাচন;
- মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন;
- সংক্ষিপ্ত তালিকা হতে মূল্যায়ন শেষে অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

১১। প্রাথমিকভাবে তালিকাভুক্ত কারখানাসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রমাণক যাচাই:

মূল কমিটির নির্দেশনা অনুসারে, প্রয়োজনে যোগ্য কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শকের কার্যালয় হতে গঠিত পরিদর্শন টিম সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত কারখানায় সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রমাণক যাচাই কাজ সম্পাদন করবেন। প্রয়োজনে কমিটি পুনঃপরিদর্শন করবে। তদন্ত দল চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য মূল্যায়ন কমিটিকে সঠিক নথি, ছবি এবং ভিডিও চিত্র ও প্রমাণকসমূহ সরবরাহ করবেন।

১২। আবেদনের যোগ্যতা:

উল্লিখিত খাতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সকল নিবন্ধিত ও হালনাগাদ নবায়নকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কেবলমাত্র অ্যাওয়ার্ডের জন্য বিবেচিত হবে।

১৩। চূড়ান্ত মূল্যায়ন:

মোট **১০০** নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হবে। ন্যূনতম **৭০** নম্বরধারী কারখানাসমূহকে প্রাপ্ত নম্বরের ক্রম অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির জন্য মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের তালিকা অনুমোদিত হবে।

১৪। মূল্যায়ন কমিটি গঠন:

নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হবে:

অতিরিক্ত সচিব (শ্রম), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	**আহ্বায়ক**
মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর	সদস্য
প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (পরিচালক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিচালক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
প্রতিনিধি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, উপসচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
প্রতিনিধি, শিল্প মন্ত্রণালয়, উপসচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক, ইলেকট্রিক্যাল/ কেমিক্যাল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
অধ্যাপক/ সহযোগী অধ্যাপক, ইন্সটিটিউট অফ লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলোজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
অধ্যাপক/ সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস	সদস্য
বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত ০২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি	সদস্য
মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

মূল্যায়ন কমিটির কর্মপরিধি:

- চেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্য/উপাত্ত, পরিদর্শন-রিপোর্ট বিশ্লেষণ।
- তথ্য উপাত্ত সম্পর্কে তদন্ত টিমের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সঠিকতা যাচাই।
- মূল্যায়ন নম্বর অনুযায়ী প্রণীত অগ্রাধিকার তালিকা সুপারিশসহ কোর কমিটির সভাপতির নিকট প্রেরণ।
- পুরস্কারের জন্য মনোনীত প্রতিষ্ঠানের নাম সুপারিশ।

১৫। মন্ত্রণালয়ের কোর কমিটি:

সচিব	সভাপতি
অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, (সচিব কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য
মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর	সদস্য
প্রতিনিধি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
প্রতিনিধি, শিল্প মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
প্রতিনিধি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
অতিরিক্ত সচিব (শ্রম),শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কর্মপরিধি:

মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রেরিত অগ্রাধিকার তালিকা হতে নির্ধারিত সংখ্যক খাতের (sector) উপযুক্ত প্রার্থিসমূহের নাম অ্যাওয়ার্ডের জন্য চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করবে।

১৬। অ্যাওয়ার্ড পরিকল্পনায় বিবেচ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি:

(ক) নির্ধারিত ছকে মনোনয়নের ০৩ (তিন) কপি পূরণকৃত ফরম নির্ধারিত মূল্যায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং এর সফটকপি সরাসরি এবং চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত ই-মেইলে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) মনোনয়নপত্রে অসম্পূর্ণ তথ্য অথবা অস্পষ্ট বর্ণনা এবং নমুনা অনুযায়ী যথাযথ প্রমাণপত্র না থাকলে মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

(গ) এ অ্যাওয়ার্ড কার্যক্রমের সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(ঘ) কোন শ্রেণিতে কাঙ্ক্ষিত মানসম্মত কোনো প্রস্তাব পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে ঐ শ্রেণিতে অ্যাওয়ার্ড প্রদান ঐ বছরের জন্য স্থগিত থাকবে।

১৭। স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা:

গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড প্রদানের সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ মনোনয়ন প্রক্রিয়াসহ সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে এবং অ্যাওয়ার্ড প্রদানের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে।

১৮। অস্পষ্টতা দূরীকরণ:

এ নীতিমালার কোন অনুচ্ছেদের বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা কারো নিকট পরিলক্ষিত হলে এ বিষয়ে মতামতের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এ মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৯। অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা ও প্রদান:

অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানাকে অনুমোদিত মনোগ্রাম (Logo)-খচিত একটি মেডেল, একটি ক্রেস্ট, একটি সনদপত্র এবং ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা প্রদান করা হবে। অনিবার্য কারণ ব্যতিরেকে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল (OHS Day উপলক্ষ্যে) এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

২০। উপসংহার

গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করার মাধ্যমে শিল্প-কারখানাসমূহের স্বীকৃতি প্রদান, শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, শ্রমিকের জীবনমান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নতকরণ, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিকতা সমুন্নত রাখাসহ, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়ন, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা তথা উন্নত দেশ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গঠনের লক্ষ্য অর্জিত হবে এবং জাতির পিতার 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন পূরণ হবে।

পরিশিষ্ট ‘ক’

কারখানা/ শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলায়) :

কারখানা/ শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম (ইংরেজিতে ব্লক লেটারে) :

প্রতিষ্ঠার বছর :

কারখানা/ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :

চেয়ারম্যান / এমডি / সিইও এর নাম (স্ট্যাম্প সাইজের তিন কপি ছবিসহ) :

মোবাইল ফোন নম্বর :

ই-মেইল ঠিকানা :

যোগাযোগকারী ব্যক্তির নাম (স্ট্যাম্প সাইজের তিন কপি ছবিসহ) :

মোবাইল ফোন নম্বর :

ই-মেইল ঠিকানা :

কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা :

বছর	পুরুষ	মহিলা	মোট
২০১৯			
২০১৮			
২০১৭			

* প্রতিষ্ঠানের পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি, শোভন কর্মপরিবেশ এবং পরিবেশবান্ধব কর্মকান্ড বিষয়ক অনধিক ৩০০ শব্দের মধ্যে একটি নিবন্ধ লিখে পাঠাতে হবে এবং ০৫ (পাঁচ) মিনিটের একটি ভিডিও চিত্র সংযোজন করতে হবে। (ডিভিডি অথবা পেনড্রাইভ-এ)

নিম্নোক্ত প্রযোজ্য ঘরে অনুস্বাক্ষর করুন ও ক্রম অনুসারে প্রমাণক সংযুক্ত করুন:

(ক)	অপরিহার্য প্রতিপালন: ৩০ নম্বর (১৫×২)	হ্যাঁ	না	প্রমাণকের ক্রমিক নম্বর
১	কারখানাতে পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার করা হয় কি না?			
২	কারখানাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার করা হয় কি না?			
৩	প্রতিষ্ঠানের কোন ভবন, অংশবিশেষ, চলাচলের পথ বা যন্ত্র, জীবন ও নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কি না?			
৪	প্রতিষ্ঠানটি সামগ্রিকভাবে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত কি না?			
৫	আইন* ও বিধি** মোতাবেক কর্মকক্ষে পর্যাপ্ত ও কার্যকর বায়ু চলাচল, আলোক ব্যবস্থা, সহনীয় শব্দমাত্রা এবং আরামদায়ক উষ্ণতা বজায় রাখা হয় কি না?			
৬	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে তা ব্যবহার করা হয় কি না?			
৭	কার্বন নিঃসরণ এর মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা হয় কি না?			
৮	আইন* ও বিধি** মোতাবেক রেজিস্টার্ড ডাক্তার ও নার্স আছে কি না?			
৯	কারখানা নির্মাণে নির্দিষ্ট পরিমাণ খোলা জায়গা রাখা হয়েছে কি না?			
১০	অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং বৈদ্যুতিক ফিটিংস স্থাপন ছাড়াও অগ্নি দুর্ঘটনা এড়াতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয়েছে কি না?			
১১	আইন* ও বিধি** মোতাবেক নিয়মিত অগ্নিনির্বাপন প্রশিক্ষণ এবং মহড়া আয়োজন করা হয় কি না?			
১২	নিয়মিত কর প্রদান করা হয় কি না?			
১৩	গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন ও অন্যান্য ইউটিলিটি বিল নিয়মিত পরিশোধ করা হয় কি না?			
১৪	কর্মরত শ্রমিকগণকে তাদের কাজের ধরণ অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (PPE) সরবরাহ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় কি না?			
১৫	আইন* ও বিধি** মোতাবেক শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয় কি না এবং পেশাগত ব্যাধি সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয় কি না?			

(খ)	**পরিবেশগত প্রতিপালনঃ ৩০ নম্বর (১০×৩)**	**হ্যাঁ**	**না**	**প্রমাণকের ক্রমিক নম্বর**
১	বিদ্যুৎ/ গ্যাস/ বি.পি.সি/ পরিবেশ/ বয়লার/ বিএসটিআই/ রাজউক/ এফএসসিডি/ বিসিআইসি/ বিস্ফোরক ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং তা হালনাগাদ আছে কি না?			
২	পৃথকভাবে কঠিন এবং তরল বর্জ্য অপসারণ ও যথাযথ পুন:প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হয় কি না?			
৩	কার্যকর ইটিপি ব্যবস্থা আছে কি না এবং পরিশোধিত পানির মাণমাত্রা (p^H, DO, BOD, COD, TDS) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত পরিসীমার মধ্যে আছে কি না?			
৪	স্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর বা অস্বস্তিকর এমন ধুলা-বালি, ধোঁয়া বা দূষিত বস্তু জমা হওয়া ও উহার শ্বসন প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কি না?			
৫	আইন* ও বিধি** মোতাবেক সুপেয় পানির ব্যবস্থা আছে কি না?			
৬	আইন* ও বিধি** মোতাবেক নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক শৌচাগার, প্রক্ষালনকক্ষ ও ধৌতকরণ সুবিধা বিদ্যমান কি না এবং তা যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে কি না?			
৭	রাসায়নিক জাতীয় পদার্থ/দ্রব্যাদির মজুদ যথাযথভাবে করা হয় কি না এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে কি না?			
৮	বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি ব্যবহার করা হয় কি না?			
৯	কারখানাটির জিরো ডিসর্চাজ প্ল্যান পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত করা হয়েছে কি না?			
১০	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কারখানার শব্দ, বায়ু, তাপ সম্পর্কিত দূষণ রোধকরণ ব্যবস্থাপনা আছে কি না?			

(গ)	**প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালনঃ ৩০ নম্বর (১৫×২)**	**হ্যাঁ**	**না**	**প্রমাণকের ক্রমিক নম্বর**
১	ট্রেড ইউনিয়ন/ অংশগ্রহণকারী কমিটি আছে কি না?			
২	সকল প্রকৃতির দুর্ঘটনা (প্রাণঘাতী, গুরুতর ও সামান্য) এবং বিপজ্জনক ঘটনার বিষয়গুলি যথাযথ কর্তৃপক্ষসমূহকে জানানো হয় কি না এবং এ সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয় কি না?			
৩	কর্মকালীন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পূর্ণ আরোগ্য পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ মালিক কর্তৃক প্রদান করা হয় কি না?			
৪	সেফটি কমিটি আছে কি না?			
৫	আইন* ও বিধি** মোতাবেক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে অর্থ জমা করা হয় কি না এবং শ্রমিকগণকে যথাযথভাবে প্রদান করা হয় কি না ?			
৬	বিভিন্ন কমিটি ও পদে আনুপাতিক হারে নারী নেতৃত্বসহ নারী কর্মীদের নিয়োগ/পদোন্নতির কার্যক্রম রয়েছে কি না?			
৭	সামাজিক নিরাপত্তা বিধান (গ্রুপ বীমা, ভবিষ্য তহবিল) ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশ নিশ্চিত করা হয় কি না?			
৮	শ্রমিক কল্যাণে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় কোন ধরনের উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না?			
৯	আইন* ও বিধি** মোতাবেক মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রদানসহ মাতৃত্বকল্যাণ ছুটি প্রদান করা হয় কি না?			
১০	আইন* ও বিধি** মোতাবেক শিশুকক্ষ এবং মাতৃদুগ্ধ পানের কক্ষ আছে কি না?			
১১	আইন* ও বিধি** মোতাবেক ক্যান্টিন / খাবার কক্ষের ব্যবস্থা আছে কি না?			
১২	কর্মে নিয়োগসহ প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে আইনানুগ সুবিধা প্রদান করা হয় কি না?			
১৩	আইন* ও বিধি** মোতাবেক কর্মঘন্টা, ওভারটাইম, ছুটি, মজুরি ও বেতন যথাসময়ে প্রদান করা হয় কি না?			
১৪	দেশীয় অর্থনীতিতে অবদান (১০০ শব্দের মধ্যে বিবরণ প্রদান করুন)।			
১৫	বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ (বিগত ৩ বছরের তথ্য) ।			

(ঘ)	**উদ্ভাবনী কার্যক্রমঃ ১০ নম্বর (৫×২)**	**হ্যাঁ**	**না**	**প্রমাণকের ক্রমিক নম্বর**
১	গত তিন বছরে (২০১৭-২০১৮-২০১৯) নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে কি না?	 সংখ্যা		
২	উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে শ্রমিকদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় কি না?	 সংখ্যা		
৩	সামাজিক কল্যাণে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না?	 ব্যয়িত অর্থ		
৪	OSH সংক্রান্ত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় কি না?			
৫	শ্রমিকদের চিত্তবিনোদনের জন্য কোন ব্যবস্থা আছে কি না?			

*** বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮)**

**** বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫**

অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ ফরম গ্রহণযোগ্য নয়। কারখানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

এসবি পাশের জন্য কারখানা / প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এ্যাওয়ার্ড গ্রহণকারী / অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী তিন (০৩) জন প্রতিনিধির তথ্য:

ক্রমিক নম্বর	নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমান ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (কপি সংযুক্ত করুন)	অনুষ্ঠানে আগমনের উদ্দেশ্য	ছবি (স্ট্যাম্প সাইজ) ০২ কপি
১						
২						
৩						

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd